কৃষিই সমৃদ্ধি

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ : ৫৯ ❑ নভেম্বর-ডিসেম্বর ❑ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ ❑ ১৬ কার্তিক-১৬ পৌষ ❑ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ❑ ১৪৪৭ হিজরি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা

মোঃ ওসমান ভুইয়া
চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত), বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী

মোঃ ওসমান ভুইয়া
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)

মোঃ ইউসুফ আলী
সদস্য পরিচালক (সেচ)

মোঃ মজিবর রহমান
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)

সৌরেন্দ্র নাথ সাহা
সদস্য পরিচালক (অর্থ)

আবু জাফর রাশেদ
সচিব

সম্পাদনায়

মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা

ফটোগ্রাফি

অলি আহমেদ, ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক

এস এ এম সাঈব
জনসংযোগ কর্মকর্তা

মুদ্রণে : এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন

১১২/২ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৯৭১৭৮৮৫৩৩

সম্পাদকীয়

আপোষহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশের গণতন্ত্র ও মানুষের মুক্তির আন্দোলনে ছিলেন আপোষহীন। তিনি কখনো দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেননি। রাজনৈতিক জীবনে স্বীয়স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কোনরূপ কৌশল গ্রহণ করেননি। সারাজীবনে তিনি শুধু কষ্টই পেয়ে গেছেন। দেশের প্রতি ছিলো তাঁর গভীর মমত্ববোধ ও দেশপ্রেম। তিনি বলেছিলেন এ দেশ ছাড়া তাঁর কোনও ঠিকানা নেই। দেশের মানুষই তাঁর আপনজন। ইসলাম ও আলেমদের প্রতি তার ছিল গভীর ভালোবাসা।

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর রাজনীতিতে যুক্ত হন খালেদা জিয়া। রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার আড়াই বছরের মধ্যে তিনি বিএনপির চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন। সেই দায়িত্বের ৪১ বছর পূর্ণ হয়েছে গত মে মাসে। এ দীর্ঘ সময়ে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি তিনবার বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় গেছে।

বিএনপির ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৮২ সালের ৩ জানুয়ারি খালেদা জিয়া বিএনপির প্রাথমিক সদস্যপদ নেন। ১৯৮৩ সালের মার্চে তিনি দলের জ্যেষ্ঠ ভাইস চেয়ারপারসন মনোনীত হন। একই বছরের ১০মে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিএনপির চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন। এর মধ্যে ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে যথাক্রমে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। খালেদা জিয়া ব্যক্তিগতভাবে কখনো কোনো নির্বাচনে হারেননি।

১৯৯১ সালে খালেদা জিয় দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ও মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় নারী সরকার প্রধান হন। গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে আপোষহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ইন্তেকাল করেন। এ মহিয়সী নারীর মৃত্যুতে বিএডিসি পরিবার গভীর শোকাহত।

ভেতরের পাতায় ....

আপোষহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিএডিসি'র কৃষি ভবনের মসজিদে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত ০৩
সরকার কৃষক ও ভোক্তা উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করছে- কৃষি উপদেষ্টা.................................০৪
পুরোনো সার ডিলাররা থাকছে, নীতিমালা অনুযায়ী বাদ যাবে অনিয়মকারীরা - কৃষি উপদেষ্টা.................০৫
যথাযোগ্য মর্যাদায় বিএডিসিতে মহান বিজয় দিবস-২০২৫ পালিত ০৬
বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) মোঃ রুহুল আমিন খানের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত......................০৭
বিএডিসি'র ওয়েব বেইজ প্রকল্পের সাইন্টিফিক ওয়ার্কশপ ২০২৫ অনুষ্ঠিত...০৮
অডিট আপত্তি হ্রাস ও নিষ্পত্তিকল্পে করণীয় ব্যয় ব্যবস্থাপনা ও হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত...........০৯
বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশন এর আয়োজনে-আলু উৎসব-২০২৫.......................................১০
ফরিদপুরে পাটবীজ বিক্রি ত্বরান্বিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত..১১
বিএডিসি যথাসময়ে কৃষকদের দোরগোড়ায় সার পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে ১২
বরিশালে সাড়ে ৩শ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৬ হাজার হেক্টরে সেচ সুবিধা প্রকল্প.......................................১৪
বিরলে আলু বীজ উৎপাদনে আলুরোপণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন...১৫
চট্টগ্রামে ফসলের মাঠে যাদুর কূপের পানি!...১৬
মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষি...১৭

যারা যোগায়
ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি
তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ই-মেইল : prdbadc@gmail.com , ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

আপোষহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিএডিসি'র কৃষি ভবনের মসজিদে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

আপোষহীন দেশনেত্রী, গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক, বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী এবং তিনবারের নির্বাচিত সাবেক সফল প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গত বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত (৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ হতে ০২ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত) তিন দিনের জন্য রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ০১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে সংস্থার প্রধান কার্যলয়ের কৃষি ভবনস্থ মসজিদে সাধারণ পরিচর্যা বিভাগের আয়োজনে দোয়া মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

কৃষি ভবনস্থ মসজিদে সাধারণ পরিচর্যা বিভাগের আয়োজনে দোয়া মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়

এছাড়া গত ০৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে জিয়া পরিষদ, বিএডিসি শাখা এবং গত ০৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে বিএডিসি এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন (রেজিঃ নং-বি-১৯০৪) কৃষি ভবনস্থ মসজিদে দোয়া মাহফিল এবং বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করে।

উক্ত দোয়া মাহফিলে কৃষি ভবনস্থ সকল পর্যায়ের কর্মকতা-কর্মচারীগণ ও পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। দোয়া মাহফিলে বেগম খালেদা জিয়ার মাগফেরাত ও জান্নাতুল ফেরদৌস কামনা করে মহান আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ জানানো হয়। একইসঙ্গে তাঁর পরিবারের সদস্যগণের জন্য নেক হায়াত, সুস্থতা ও বিপদমুক্ত জীবন কামনা করে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা হয়। উল্লেখ্য, শোক কর্মসূচির অংশ হিসেবে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কালোব্যাজ পরিধান করেন।

কৃষি ভবনস্থ মসজিদে জিয়া পরিষদ, বিএডিসি শাখা আয়োজনে দোয়া মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়

দেশের গণতন্ত্র ও মানুষের মুক্তির আন্দোলনে বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন আপোষহীন। তিনি কখনো দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেননি। রাজনৈতিক জীবনে স্বীয়স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কোনরূপ কৌশল গ্রহণ করেননি। সারাজীবনে তিনি শুধু কষ্টই পেয়ে গেছেন। দেশের প্রতি ছিলো তাঁর গভীর মমত্ববোধ ও দেশপ্রেম। তিনি বলেছিলেন এ দেশছাড়া তাঁর কোনও ঠিকানা নেই। দেশের মানুষই তাঁর আপনজন।

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যাকান্ডের পর রাজনীতিতে যুক্ত হন খালেদা জিয়া। রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার আড়াই

বছরের মধ্যে তিনি বিএনপির চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন। সেই দায়িত্বের ৪১ বছর পূর্ণ হয়েছে গত মে মাসে। এ দীর্ঘ সময়ে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি তিনবার বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় গেছে।

১৯৯১ সালে খালেদা জিয়া দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ও মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় নারী সরকার প্রধান হন। নারীশিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখার জন্য ২০০৫ সালে ফোর্বস ম্যাগাজিনে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর নারীদের তালিকায় ২৯ নম্বরে ছিলেন খালেদা জিয়া।

কৃষি ভবনস্থ মসজিদে বিএডিসি এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন (রেজিঃ নং-বি-১৯০৪) আয়োজনে দোয়া মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়

সরকার কৃষক ও ভোক্তা উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করছে- কৃষি উপদেষ্টা

বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কৃষক ও ভোক্তা উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

উপদেষ্টা গত ৭ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক ও উপপরিচালকদের সাথে মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে এ কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, পেঁয়াজের দাম হঠাৎ করে বেড়ে গিয়েছিলো কেজি প্রতি প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ টাকার মতো। গতকাল আমদানির অনুমতি দেয়ার খবরে আজকে আবার একটু দাম কমেছে। তিনি বলেন, এই যে কারসাজিগুলো করে কৃষকদের যেমন ঠকানো হচ্ছে, ভোক্তাদের আরও বেশি ঠকানো হচ্ছে। এই চক্রটা খুঁজে বের করতে হবে। আমরা সে চেষ্টা করে যাচ্ছি। তিনি আরো বলেন, আমরা চাই- কৃষক ও ভোক্তা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হউক, উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষণ হউক।

দেশে সারের মজুতের কোনো সংকট নেই উল্লেখ করে কৃষি উপদেষ্টা বলেন, আমরা তামাক চাষকে নিরুৎসাহিত করছি। তামাক স্বাস্থ্যর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর ও এর কোনো উপকারিতা নেই। সেজন্য তামাক চাষে সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করা হবে। তিনি বলেন, আজকে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ সংক্রান্ত একটি সভায় অংশগ্রহণ করেছি। আমাদের খাদ্যে নানা ধরনের ভেজালের কারণে আমরা বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছি। তার মধ্যে কৃষি খাত ছাড়াও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে কীটনাশক, রাসায়নিক সার ও অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার এর অন্যতম কারণ। তাই কৃষি খাতে কীটনাশক ও ক্ষতিকর রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে। উপদেষ্টা বলেন, কীটনাশক ব্যবহার করে সাথে সাথে ফসল বাজারজাত না করে ৪-৫ দিন পর বাজারজাত করলে ভোক্তা পর্যায়ে এর ক্ষতিকর দিক কমিয়ে আনা সম্ভব। সেজন্য কৃষককেও এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

এ বছর আমন ধানের বাম্পার ফলন হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, বাজারে সবজির দাম তেমন বেশি না, মোটামুটি সহনীয় পর্যায়ে ও জনগণের নাগালের মধ্যেই রয়েছে। তিনি বলেন, সামনের দিনগুলোতে সবজির দাম কমবে। কৃষকরা যাতে এ ক্ষেত্রে লোকসানে না পড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তিনি বলেন, আমরা ইতোমধ্যে ১০০টি মিনি কোল্ড স্টোরেজ তৈরি করে দিয়েছি যাতে সবজির ক্ষতি না হয়, সংরক্ষণ করা যায়। আমরা দ্রুত আরো ১০০টি মিনি কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনের পদক্ষেপ নিয়েছি। উপদেষ্টা বলেন, শীত ও গ্রীষ্ম মৌসুমের মধ্যে এক মাসের মতো একটি ট্রানজিট সময় থাকে। এ সময় যদি সরবরাহ চেইন ঠিক রাখা যায়, তবে বাজারে সবজির দাম সহনীয় পর্যায়ে থাকবে। তবে সবসময় কৃষকের স্বার্থ যাতে সংরক্ষিত হয়, সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে।

কৃষি উপদেষ্টা বলেন, আমরা কিছুদিন আগে লটারির মাধ্যমে এসপি ও ওসিদের বিভিন্ন জেলা ও থানায় পদায়ন করেছি। প্রয়োজন হলে একইভাবে কৃষি অফিসারদের পদায়ন করা হবে। এতে দুর্নীতি ও তদবির বাণিজ্য কমে আসবে। তিনি বলেন, পেঁয়াজ আমদানির ক্ষেত্রে প্রতি আমদানিকারক একবার আইপি (আমদানি অনুমতি) পাবেন, সর্বোচ্চ ৩০ মেট্রিক টন করে। দৈনিক ৫০টি করে আইপি দেয়া হবে। তিনি আরো বলেন, বাজার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দেয়া হয়েছে।

পুরোনো সার ডিলাররা থাকছে, নীতিমালা অনুযায়ী বাদ যাবে অনিয়মকারীরা - কৃষি উপদেষ্টা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) পর্যালোচনা সভা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করছেন কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী

কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, দেশের যেসব ইউনিটে সার ডিলার নেই সেগুলোতে ডিলার নিয়োগ হবে। পুরোনো সার ডিলাররা নতুন নীতিমালা অনুযায়ী বহাল থাকবেন, তবে বাদ যাবেন অনিয়মকারীরা।

উপদেষ্টা গত ২৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) পর্যালোচনা সভা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফকালে এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা ব্রিফিংয়ে দেশের কৃষির সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবহিত করেন।

ব্রিফিংয়ে আলুর দাম কমে যাওয়ায় চলতি মৌসুমে অনেক কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে উপদেষ্টা মন্তব্য করেন। আমন ধান পঞ্চাশ শতাংশের মত কাটা হয়েছে বলে উপদেষ্টা জানান। মাঠের অবস্থা অনুকূলে থাকায় আমনে এবার বাম্পার ফলনেরও আশা করেন উপদেষ্টা।

সার প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, পর্যাপ্ত সার মজুদ আছে, সরবরাহেও কোন সংকট নেই, গ্যাসের দামের সাথে সারের দাম বাড়ার সম্পর্ক নেই। কৃষক সার ন্যায্য মূল্যেই পাবে।

পেঁয়াজের বাজার সম্পর্কে উপদেষ্টা বলেন, বাজারে অস্থিরতা দেখিয়ে আমদানির অনুমতি চেয়ে বিভিন্ন মহল চাপ দিচ্ছে। কিন্তু দেশীয় উৎপাদন ও কৃষকের ন্যায্যমূল্যের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সরকার আপাতত আমদানির অনুমতি দিচ্ছেনা। কৃষকের স্বার্থই এখানে প্রধান। গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজও বাজারে চলে আসছে, আগামী মাসে পুরোদমে চলে আসলে পেঁয়াজ নিয়ে কোন সংকট হবে না।

উপদেষ্টা কৃষি মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর সংস্থায় চলমান নিয়োগ শতভাগ স্বচ্ছ হবে বলে মন্তব্য করেন।

এসময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান উপস্থিত ছিলেন।

আমনের বাম্পার ফলন আশা করছেন কৃষি উপদেষ্টা

চলতি মৌসুম আমনের বাম্পার ফলন হবে বলে আশা প্রকাশ করছেন, কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

উপদেষ্টা গত ১৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফকালে এ মন্তব্য করেন।

মাঠে আমনের চাষ ভালো হয়েছে জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, 'এবার আমনের চাষ ও ফলন ভালো হয়েছে। আমরা একটি দাম নির্ধারণ করে দিয়েছি। আমনের প্রতি কেজি চৌত্রিশ টাকা, আতপ চাল উনপঞ্চাশ টাকা ও সিদ্ধ চাল পঞ্চাশ টাকা কেজি।

উপদেষ্টা বলেন, এ মৌসুমে সবজির উৎপাদনও খুবই ভালো। বাজারে সবজির সরবরাহ ভালো, দামও সহনীয় পর্যায়ে আছে। এবার আলু চাষিরা বড় ধরনের লোকসানে আছেন, এবার তাঁরা ভালো দাম পাননি। সে কারণে আলু চাষিদের প্রণোদনা দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করা হবে। তবে আশার কথা পেঁয়াজ আমদানি করতে হয়নি, আমদানি করতেও হবে না। গ্রীষ্মকালীন মুড়িকাটা পেঁয়াজও কিছু দিনের মধ্যে বাজারে চলে আসবে। বাজারে পেঁয়াজের কোনো ঘাটতিও হবে না। কিছু কিছু অসাধু গোষ্ঠী এই পণ্যটির দাম বাড়ানোর চেষ্টা করছেন। তারা সফল হবে না।

দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা সাংবাদিকদের বলেন, 'অনেকে অনেক কিছু প্রচার করলে ঘটনাটা অনেক বড় আকারে দেখা যায়। তবে বড় ধরনের কোনো সমস্যা নেই। ছোট খাটো দুয়েকটা ঘটনা ঘটেছে, আপনারা মিডিয়ায় দেখেছেন, আমরা সাথে সাথে অ্যাকশন নিয়েছি। কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন দলের এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনো শঙ্কা নেই।

যথাযোগ্য মর্যাদায় বিএডিসিতে মহান বিজয় দিবস-২০২৫ পালিত

প্রতিবারের ন্যায় এবারও যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)-তে মহান বিজয় দিবস ২০২৫ পালিত হয়েছে। প্রত্যুষে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এ কর্মসূচির শুরু হয়। পরে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী শহীদ বিএডিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বিএডিসি'র পক্ষে সংস্থার সচিব (প্রতিকল্প), বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

মহান বিজয় দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন বিএডিসি'র সচিবসহ সংস্থার বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ

পরে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে প্রতিনিধিগণ বলেন, ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতির ইতিহাসে গৌরবান্বিত একটি দিন। অনাচার, অত্যাচার, জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করে বাংলাদেশ পেয়েছিল একটি নতুন পতাকা। শুরু হয়েছিল স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধ্যায়।

অর্জিত এই স্বাধীনতাকে যে কোন মূল্যে অটুট রাখতে হবে। স্বাধীনতার সুফল নিরবচ্ছিন্নভাবে সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার প্রাণপণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। নতুন বাংলাদেশকে আরো এগিয়ে নিতে দৃঢ় প্রত্যয়ী মনোভাব নিয়ে দেশের কল্যাণ ও উন্নয়ন বুকে ধারণ করে সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে জুলুম, হয়রানি ও দুর্নীতির উর্ধ্বে থেকে কর্মক্ষেত্রে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনে উদাত্ত আহবান জানানো হয়।

কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদযাপন ও চারা বিতরণ

গত ৩০ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, বিএডিসি, কাশিমপুরে উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালেয় অতিরিক্ত সচিব (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ) জনাব আহমেদ ফয়সল ইমাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব সৌরেন্দ্র নাথ সাহা ও মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) ড. মোঃ ইসবাত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

এই তারুণ্যের উৎসব অনুষ্ঠানে কাশিমপুর হাই স্কুল এন্ড কলেজ, রফিকুল ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ, কাশিমপুর মডার্ন স্কুল এন্ড কলেজ এবং লালদিঘী জান্নাতুল বাকী দারুল উলুম আলিম মাদরাসা হতে ২৫ জন করে মোট ১০০ জন ছাত্র ছাত্রী অংশ গ্রহণ করেন।

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ এ অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ছাত্র–ছাত্রীকে একটি করে ফলজ বৃক্ষের চারা বিতরণ করা হয়। বৃক্ষের চারা পেয়ে ছাত্রছাত্রীরা সন্তোষ প্রকাশ করে।

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষ্যে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ) জনাব আহমেদ ফয়সল ইমাম

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খানের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খানের বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে ক্রেস্ট প্রদান করছেন সংস্থার সদস্য পরিচালকবৃন্দসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খানের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি গত ০২ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে যোগদান করেন। যোগদানের পর থেকে অদ্যাবধি ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি সুচারুরূপে সম্পাদন করেছেন। দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তিনি ছিলেন অতিশয় তৎপর এবং সংস্থার জন্য নিবেদিত প্রাণ। প্রত্যেকটি উইংয়ের কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়নের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ও প্রচেষ্টা ছিলো প্রশংসার দাবিদার।

একইসঙ্গে বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের উৎকর্ষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাঁর উদ্ভাবনমূখী কর্মকৌশল ছিলো চোখে পড়ার মতো। সদরদপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ের অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী তাঁর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী এবং আন্তরিক। তিনি বিএডিসিকে নিজের প্রতিষ্ঠান মনে করে এর অবদানকে সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন মর্মে বিদায়ী সভায় উপস্থিত সকল বিভাগীয় প্রধান, উইং প্রধানসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা মতামত ব্যক্ত করেন। গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সংস্থার সম্মেলন কক্ষে এ বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সভায় বিদায়ী চেয়ারম্যান বলেন, তিনি যোগদানের পর থেকেই বিএডিসিকে খুব আপন করে নিয়েছেন এবং নিজেকে বিএডিসি'র কর্মী হিসেবেই গণ্য করতেন। বিএডিসি এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেটি আঠারো কোটি মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। কথা বলে দেশের মাটি ও মানুষের। মাটি ও মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান বিএডিসি'র সঙ্গে কাজ করে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে অনুভূতি ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, বিএডিসি'তে অনেক প্রতিভাবান, উচ্চ শিক্ষিত কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন। বিএডিসিকে আরো এগিয়ে নিতে হবে এই লক্ষ্যে সবাইকে আরো আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনেও স্ব স্ব ভূমিকা রাখার জন্য অনুরোধ করেন।

বিদায়ী অনুষ্ঠানে আপোষহীন দেশনেত্রী, গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক, বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী এবং তিনবারের নির্বাচিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করার পাশাপাশি মাগফেরাত ও পরকালীন সুখ শান্তি কামনা করে মহান আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ জানানো হয়।

বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খানের বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে ফুলের তোড়া প্রদান করছেন সংস্থার সদস্য পরিচালকবৃন্দসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএডিসি'র ওয়েব বেইজ প্রকল্পের সাইন্টিফিক ওয়ার্কশপ ২০২৫ অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং ওয়েব বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট গবেষণা প্রকল্পের আয়োজনে "Secientific workshop 2025" অনুষ্ঠিত হয়।

গত ০২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে রাজধানীর খামারবাড়িস্থ বিএআরসি'র অডিটোরিয়ামে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সম্মানিত চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান। সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকৌশলী, সদর দপ্তরস্থ বিভাগ ও উইং প্রধান এবং জার্মানির কোলন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র সম্মানিত চেয়ারম্যান বলেন, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষি ব্যবস্থাপনা নিরলসভাবে অবদান রেখে যাচ্ছে। আর এই কৃষি ব্যবস্থাপনার মেরুদন্ড হলো আমাদের দেশের কৃষকরা। কৃষকসমাজকে কৃষির অত্যাবশকীয় সকল উপকরণ সরকারি পর্যায়ে কৃষকদের দোঁরগোড়ায় সর্বোত্তম উপায়ে পৌঁছে দিতে কাজ করে যাচ্ছে বিএডিসি। বিএডিসি'র সম্মানিত চেয়ারম্যান আরো বলেন, দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা অধিক ফসল উৎপাদনের অন্যতম মানদন্ড। দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে গবেষণা নিতান্তই প্রয়োজন। টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন কর্মকৌশল নির্ধারণে প্রকল্পটির গবেষণার কার্যক্রম জোরালো ভূমিকা রাখছে মর্মে কর্মশালায় তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী মোছাঃ মাহফুজা আক্তার।

গাবতলীতে ৬ হাজার মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার সার গুদাম নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

গাবতলীতে সার গুদাম নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ খোরশেদ আলম

গত ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ রাজধানীর গাবতলীতে বিএডিসি'র সার গুদাম নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৬ হাজার মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার সার গুদাম নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন কৃষি মন্ত্রণালয় যুগ্মসচিব (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ) জনাব মোঃ খোরশেদ আলম। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মজিবুর রহমান, যুগ্মপরিচালক (সার) জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন প্রমুখ।

পরিদর্শনকালে তিনি নির্মাণ কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করে দ্রুততার সাথে গুদামের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

অডিট আপত্তি হ্রাস ও নিষ্পত্তিকল্পে করণীয় ব্যয় ব্যবস্থাপনা ও হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

গত ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে বিএডিসি'র প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ভবনস্থ সেমিনার হলে অডিট আপত্তি হ্রাস ও নিষ্পত্তিকল্পে করণীয় ব্যয় ব্যবস্থাপনা ও হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সংস্থার উইং/বিভাগ প্রধানসহ প্রকল্প এবং কার্যক্রম পরিচালকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। কৃষি ও পরিবেশ অধিদপ্তর, হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি হতে আগত রিসোর্স পারসন বিষয়টির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংস্থার সম্মানিত চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান বলেন, গৃহীত কার্যক্রমের উপর জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাসহ আর্থিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আনয়নই অডিটের উদ্দেশ্য।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে আরও জানানো হয়, বিএডিসি একটি অন্যতম গৌরবান্বিত প্রতিষ্ঠান। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সংস্থাটির রয়েছে অনবদ্য অবদান।

সংস্থার সম্মানিত চেয়ারম্যান আরো বলেন, বিএডিসি'র অনুকূলে উত্থাপিত অডিট আপত্তির পরিসীমার বিষয়টি সংস্থাটির জন্য বিব্রতকর হয়ে পড়েছে। জীবনের জন্য যেমন ধর্মীয় বিধান রয়েছে তেমনি চাকুরী জীবনেও রয়েছে নিয়মকানুন। কেন অডিট আপত্তি হয় এবং কি করলে অডিট আপত্তি হয়না বিষয়গুলো গভীরভাবে অনুসরণ করতে হবে। চাকুরী জীবনের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত ভালো থাকার জন্য নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এটিই উত্তম জিহাদ।

বিদ্যমান অডিট আপত্তি নিরসনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগসহ ভবিষ্যতে যাতে অডিট আপত্তির উদ্রেক না হয় সে বিষয়ে অধিক দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে আর্থিক শৃঙ্খলা অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম বাস্তবায়নে উপস্থিত সকলকে সম্মানিত চেয়ারম্যান বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি দলের গাবতলীতে জীব প্রযুক্তি এবং ভিএইচটি প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

গত ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ রাজধানীর গাবতলীতে বিএডিসি'র জীব প্রযুক্তি এবং ভ্যাপার হিট ট্রিটমেন্ট প্রকল্পের বিভিন্ন কাজ পরিদর্শন করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মির্জা আশফাকুর রহমান এবং যুগ্মসচিব জনাব মাকসুদা ইয়াসমিন।

এসময় সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ জীব প্রযুক্তি এবং ভ্যাপার হিট ট্রিটমেন্ট প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এছাড়া প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুণগতমান ঠিক রেখে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করার জন্য প্রকল্প পরিচালকদের পরামর্শ প্রদান করেন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি দলের গাবতলীতে জীব প্রযুক্তি এবং ভিএইচটি প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশন এর আয়োজনে-আলু উৎসব-২০২৫ এ বিএডিসি'র সক্রিয় অংশগ্রহণ

গত ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশন এর আয়োজনে আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার বসুন্ধরা (আইসিসিবি), কুড়িল, ঢাকাতে ২ (দুই) দিনব্যাপী "আলু উৎসব-২০২৫) শীর্ষক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে বিএডিসি অংশগ্রহণ করে আলু বিষয়ক বিএডিসি'র স্টল স্থাপন করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেব উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এর উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া, বাংলাদেশ কিংম অফ দি নেদারল্যান্ডস এর মান্যবর রাষ্ট্রদূত, His Excellency Joris Van Bommel। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তার

বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশন এর আয়োজনে-আলু উৎসব-২০২৫ এ বিএডিসি স্থাপিত স্টল পরিদর্শন করছেন কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী

বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশে খাদ্য হিসেবে আলুর বহুমুখী ব্যবহার, রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কর্মপলিকল্পনা প্রণয়ন, আধুনিক সংরক্ষণ প্রযুক্তি এবং আলু প্রক্রিয়াজাত শিল্পের সম্প্রসারণ নিয়ে আয়োজিত আলু উৎসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । দেশে আলুর উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি আলুর সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাজার নিশ্চিত করতে হবে। এ আলু উৎসবে আলু চাষকারী প্রায় ৫০০ জন কৃষক ও আলু রপ্তানি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ আলু হতে নানাপ্রকার খাদ্য তৈরি প্রদর্শন সংক্রান্ত দেশি-বিদেশি ৬৬টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশন এর সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু। পরে প্রধান অতিথি এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং উদ্বোধন শেষে বিভিন্ন প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন।

আমন ধানবীজের গ্রো-আউট টেস্ট এবং জীব প্রযুক্তি প্রকল্পের অফিস কাম ল্যাবরেটরি পরিদর্শন

বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান গত ১৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ মিরপুর বীজ উৎপাদন খামারে আমন ধানবীজের গ্রো-আউট টেস্ট এবং জীব প্রযুক্তি প্রকল্পের অফিস কাম ল্যাবরেটরি পরিদর্শন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মজিবর রহমানসহ বীজ ও উদ্যান উইংয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

চেয়ারম্যান বলেন, বিএডিসি'র বীজ কৃষকের আস্থার প্রতীক। সেজন্য বীজ উৎপাদনে সর্বোচ্চ সর্তকর্তা অবলম্বন করতে হবে।

মিরপুর খামারে আমন ধানবীজের গ্রো-আউট টেস্টে অংশগ্রহণ করেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

বিএডিসি যথাসময়ে কৃষকদের দোরগোড়ায় সার পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে

বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। এই দেশের কৃষি ও কৃষকের ভাগ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর নাম। ১৯৬১ সালের ১৬ অক্টোবর একটি অধ্যাদেশের আলোকে সৃষ্টি হওয়া এ প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের কৃষির আমূল পরিবর্তনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। বিএডিসি কৃষির অপরিহার্য উপকরণ বীজ, সেচ ও সার নিয়ে কাজ করে। এগুলোর প্রথম দুইটির মতই ফসলের উৎপাদনের জন্য যথাযথ উপায়ে পরিমাণ মতো সার প্রয়োজন।

দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে বিএডিসি'র অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৬২-৬৩ অর্থবছরে মাত্র ৫০ হাজার মেট্রিক টন সার সংগ্রহ ও বিতরণের মাধ্যমে বিএডিসি'র সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ এর কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতি বছর এর কার্যক্রমের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই সময়ে আধুনিক কৃষি ও সবুজ বিপ্লব নিয়ে সমাজে নেতিবাচক ধারণা ভাঙতে বিএডিসি'র কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ বিষয়ে বাংলাদেশের কৃষি সাংবাদিকতার অগ্রদূত একুশে পদকপ্রাপ্ত শাইখ সিরাজ বিবিসি বাংলায় বিএডিসিকে বাংলাদেশে আধুনিক কৃষির পথপ্রদর্শক হিসেবে তুলে ধরেন। ১৮ ডিসেম্বর ২০২১ সালে বিবিসি বাংলায় প্রকাশিত এ প্রতিবেদনে শাইখ সিরাজের বরাতে বলা হয়, 'বাংলাদেশে সরকারের সহায়ক নীতি আর বিএডিসি'র মতো প্রতিষ্ঠান তখন বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। সারা বাংলাদেশে আজকে সেচের যে অবকাঠামো, এটা বিএডিসি'র করা। আজকে বীজের যে উৎপাদনশীলতা, সারা দেশে কৃষকদের কাছে বীজ পৌঁছে দেয়া, সেটা বিএডিসি'র করা, সরকার যদি ভর্তুকি দিয়ে কম দামে সারের ব্যবস্থা না করতো, তাহলে কৃষিতে এই সাফল্য আসতো না।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৯১-৯২ অর্থবছর পর্যন্ত সরকারি পর্যায়ে বিএডিসি কর্তৃক সার বিতরণ কার্যক্রম চালু থাকে। পরবর্তীতে ২০০৬-০৭ অর্থবছর হতে সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিএডিসি পুনরায় সীমিত আকারে নন-ইউরিয়া (টিএসপি ও এমওপি) সার আমদানি ও বিতরণের কার্যক্রম শুরু করে। এতে পুনরায় কৃষিতে গতি ফিরে আসে এবং সার প্রয়োগের ফলে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কৃষক খুব সহজে বিএডিসি'র মাধ্যমে আমদানি হওয়া সার পাওয়ায় কৃষির অস্থিরতা হ্রাস পায়। সফলভাবে টিএসপি ও এমওপি সার আমদানি ও বিতরণ করায় কৃষিতে স্বাভাবিক পরিবেশ ও সুস্পষ্ট ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়। এ কারণে সরকার ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে বিএডিসি'কে ডিএপি সার আমদানি ও বিতরণের দায়িত্বও অর্পণ করে। বিএডিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অত্যন্ত শ্রমসাধ্য এই দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশের কৃষির চাকা ঘূর্ণায়মান রাখছেন।

সার আমদানি, খালাস, সংরক্ষণ, পরিবহণ এবং বিতরণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন সার লোডিং পয়েন্টে ট্যাগ অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া অসাধু লোকেদের মাধ্যমে সার চুরি, পাচার ও মজুদ বন্ধ করতে বিএডিসিতে স্পেশাল টাস্কফোর্স গঠন করে সারাদেশের যেকোনো গুদামে ঝটিকা অভিযান চালানো হচ্ছে। পুরো সার ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকে সরাসরি বিএডিসি'র চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মাধ্যমে তদারক করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মাধ্যমে সরাসরি পরিবহণ ঠিকাদার, ডিলার, বিএডিসি'র গুদামরক্ষক, যুগ্মপরিচালক এবং বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবনে অবস্থিত সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও চেয়ারম্যানের দপ্তরকে সরাসরি সংযুক্ত করা হয়েছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি যেমন জিপিএস ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা, মেটা-এফিলিয়েটেড সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট হোয়াটস্যাপ গ্রুপে সক্রিয়তার মাধ্যমে সার পরিবহন, সংরক্ষণ ও বিতরণকে একটি নিরবচ্ছিন্ন স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় রূপান্তর করা হয়েছে। এছাড়া যে কোনো অভিযোগ তাৎক্ষণিক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সমাধান করার জন্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সদস্যগণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

বর্তমানে সারাদেশে ২,৭৬,৬৩৩.০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার ১৪১ টি সার সংরক্ষণাগারের মাধ্যমে সার সংরক্ষণ এবং বিতরণ করা হচ্ছে। পুরো বাংলাদেশকে পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে বিভক্ত করে ২১ অঞ্চলের মাধ্যমে সার সংরক্ষণ ও বিতরণ করা হচ্ছে। সার মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত 'বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রথম পর্যায়ে ৫০ হাজার মে. টন ধারণক্ষমতার ১৭ টি প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টিল গোডাউন নির্মাণ ও ২০ হাজার মে. টন ধারণক্ষমতার ১১৫ টি পুরাতন সার সংরক্ষণাগার সংস্কার করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে ৬০ হাজার ২ শত মে.টন ধারণক্ষমতার ২৫ টি সংরক্ষণাগার নির্মাণপূর্বক সার সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং ৩৯ হাজার ৮ শত মে.টন ধারণক্ষমতার ১৭ টি

দিনাজপুরে অবস্থিত নশিপুর প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টিল সার গুদাম

সংরক্ষণাগার নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

সার বিতরণ করার জন্য বিএডিসি'র রয়েছে দেশব্যাপী সুবিন্যস্ত বিপণন নেটওয়ার্ক। এই বিপণন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আমদানিকৃত মানসম্পন্ন নন-ইউরিয়া সার নিবন্ধিত সার ডিলারদের মাধ্যমে কৃষকদের নিকট ভর্তুকিমূল্যে বিক্রয় করা হচ্ছে। তাছাড়া, প্রাতিষ্ঠানিক কোটায় বিভিন্ন সংস্থা/ বিভাগের নিকটও ভর্তুকিমূল্যে সার বিক্রয় করা হচ্ছে। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিএডিসি সর্বমোট ১৮.৫৬ লক্ষ মেঃ টন নন-ইউরিয়া সার (টিএসপি, এমওপি ও ডিএপি) আমদানি করে। বাংলাদেশের কৃষকদের কাছে ভরসার নাম বিএডিসি। বীজ ও সেচের মতই বিএডিসি'র মাধ্যমে বিতরণকৃত সারের গুণগতমান অনন্য ও ভেজালমুক্ত এবং কৃষক পর্যায়ে সমাদৃত। আর এ কারণে কৃষকগণ বিএডিসি'র সারের অপেক্ষায় থাকেন। বিএডিসিও সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশের কৃষির অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে বিরতিহীন কার্যক্রম পরিচালিত করে। দেশের কৃষি ও কৃষকের জন্য নিবেদিত এই সংস্থা নির্ধারিত জনবলের অর্ধেকেরও কম জনবল নিয়ে সাধ্যাতীত কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী কৃষকদের নিকট মানসম্পন্ন রাসায়নিক সার যথাসময়ে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে সীমিত জনবলের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। দেশের জনগণের দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার টেকসই রূপ দিতে বিএডিসি'র সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জনগণ এবং কৃষকের কাছে এ সংস্থাটি একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। প্রতিটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা বিধান, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিএডিসি'র উপর সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর আন্তরিক ও সচেষ্ট প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

দিনাজপুর জেলার নশিপুরস্থ বিএডিসি'র কাঞ্চন প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টিল সার গুদাম থেকে বিতরণের লক্ষ্যে সার নেয়ার দৃশ্য

বিএডিসি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে গাড়ীচালকদের "অটোমোবাইল এবং শিষ্টাচার, ম্যানার ও প্রোটোকল" বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বিএডিসি ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের সম্মুখে ফটোসেশনে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীসহ কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএডিসি ট্রেনিং ইন্সটিটিউট আয়োজিত সংস্থার গাড়ীচালকদের "অটোমোবাইল এবং শিষ্টাচার, ম্যানার ও প্রোটোকল" বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন সংস্থার সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান এবং সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ জাকিরুল ইসলাম, অধ্যক্ষ, বিএডিসি ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, মধুপুর, টাঙ্গাইল। এছাড়াও প্রশিক্ষণে রিসোর্স পারসন হিসেবে একাডেমিক সেশনে উপস্থিত ছিলেন জনাব সৌরেন্দ্র নাথ সাহা, সদস্য পরিচালক (অর্থ), বিএডিসি, ঢাকা; জনাব মেরিনা সারমীন, সচিব (প্রতিকল্প), বিএডিসি, ঢাকা; জনাব মোঃ ইয়াছিন আলী, যুগ্মপরিচালক (নিওক), বিএডিসি, ঢাকা; জনাব মোঃ নায়েব আলী, ব্যবস্থাপক, গাবতলী ডিপো, বিআরটিসি, গাজীপুর।

প্রশিক্ষণার্থীদের অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণটি সমাপ্ত হয়।

বরিশালে সাড়ে ৩শ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৬ হাজার হেক্টরে সেচ সুবিধা প্রকল্প

দেশীয় প্রায় সাড়ে ৩শ কোটি টাকা ব্যয়ে বিএডিসি বৃহত্তর বরিশালের ২৮ উপজেলার সাড়ে ১৬ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে ৬৬ হাজার টন অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ভৌত অবকাঠামোর প্রায় ৭০ ভাগ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। তবে ২০২৩-এর সেপ্টেম্বর থেকে চলতি ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কথা থাকলেও এর মেয়াদ আরো অন্তত এক বছর বৃদ্ধি করতে হচ্ছে। প্রকল্পটির জন্য গত অর্থ বছর পর্যন্ত প্রায় ১৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ের পরে চলতি অর্থ বছরে আরো ১১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যারমধ্যে গত অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় ১৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ফলে সামগ্রিকভাবে প্রকল্পটির জন্য ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ২৫৫ কোটিতে দাঁড়াচ্ছে। ভৌত অগ্রগতির হার প্রায় ৬৫ ভাগ বলে বিএডিসি'র প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস করে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বর্তমানের ১ লাখ ৫৭ হাজার হেক্টর থেকে প্রায় ১ লাখ ৭৪ হাজার হেক্টরে উন্নীত হবে। পাশাপাশি সৌরচালিত লো লিফট পাম্পের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য শক্তির মাধ্যমে পুনঃখননকৃত খাল ও পুকুরসহ ফসল রক্ষা বাঁধে বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করণে সহায়তা করবে। ফলে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন হ্রাসের ফলে পানির স্তর নিচে নেমে যাবার প্রবণতা কিছুটা হলেও রোধ করা সম্ভব হবে বলে আশা করছে বিএডিসি'র দায়িত্বশীল মহল।

প্রায় ১২ লাখ টন খাদ্য উদ্বৃত্ত বরিশাল কৃষি অঞ্চলে সেচযোগ্য জমির অর্ধেকও এখনো সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। রবি মৌসুমে বরিশাল অঞ্চলে ২ লক্ষাধিক হেক্টর জমিতে সেচাবাদ হলেও তার মধ্যে কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন-বিএডিসি'র অবদান ২০ হাজার হেক্টরেরও কম। উপরন্তু গত রবি মৌসুমে এ অঞ্চলের মাঠে ব্যবহৃত বিভিন্ন মাপের ১৯,৪৩৮টি সেচ পাম্পের মধ্যে বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের সংখ্যা ছিল মাত্র ১,৪৬২টি বা ৭.৫১%। ডিজেল চালিত পাম্প ১৭,৯৫৮ বা ৯২.৩০%। আর সোলার চালিত পাম্প ছিল ৩৭টি বা ০.১৯ভাগ।

এমনকি সরকার ২০০২-০৩ সাল থেকে কৃষিসেচ কাজে ব্যবহৃত বিদ্যুতে ২০% ভর্তুকি প্রদান করলেও অধিক ব্যয়বহুল ডিজেল চালিত পাম্পে কোন ভর্তুকি নেই। অথচ বরিশাল অঞ্চলে সেচকাজে ব্যবহৃত ৯৩ ভাগ সেচ যন্ত্রই ব্যয়বহুল ডিজেল চালিত। ফলে এ অঞ্চলে অত্যধিক সেচ ব্যয়ের কারণে ধানের উৎপাদন ব্যয়ও দেশের যেকোন স্থানের তুলনায় বেশী।

ফলে একদিকে রবি মৌসুমে সেচাবাদে কৃষকদের আগ্রহ বাড়ছে না, অপরদিকে অধিক ব্যয়বহুল সেচ ব্যয়ের কারণে তাদের ভাগ্যেরও

পরিবর্তন হচ্ছে না। অথচ সেচযন্ত্রের অর্ধেকও বিদ্যুতায়িত করতে পারলে এ অঞ্চলের খাদ্য উৎপাদন বর্তমানের প্রায় ৫০ লাখ টনের স্থলে অন্তত ৬০ লাখ টনে উন্নীত করা সম্ভব বলে মনে করছেন মাঠ পর্যায়ের কৃষিবিদগণ। এমনকি কৃষিসেচ ব্যবস্থা বিদ্যুতায়িত করতে পারলে লাগাতার লোকসানে থাকা এ অঞ্চলের পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলোও আর্থিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পাড়ত বলে মনে করছেন জ্বালানী বিশেষজ্ঞগণ।

সম্প্রতি কৃষি মন্ত্রণালয় আহুত 'ট্রান্সফর্মিং বাংলাদেশ এগ্রিকালচার আউটলুক ২০২৫' শীর্ষক এক কর্মশালায়, 'বরিশাল কৃষি অঞ্চলে সেচযোগ্য জমির পরিমাণ ৬ লাখ ২৯ হাজার ৪৮৪ হেক্টর বলে জানিয়ে এরমধ্যে মাত্র ২ লাখ ২৫ হাজার ৪৩ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ অঞ্চলে সেচের আওতায় আনা জমির পরিমাণ এখনো মাত্র ৩৫.৭৫ ভাগ বলে ঐ কর্মশালায় উপস্থাপন করে বোরো মৌসুমেই আবাদযোগ্য অনাবাদী জমির পরিমাণ ৯৮ হাজার ৩৭৫ হেক্টর বলে জানান হয়েছে।

এসব বিবেচনায় বিএডিসি ২০২৩-২৪ অর্থ বছর থেকে 'বরিশাল অঞ্চলে সেচ উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় বিদ্যুৎ চালিত ২৫০টি এক ও ২ কিউসেক সেচযন্ত্র, ২০টি এক কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার লো-লিফট পাম্প, ৩২৫ কিলোমিটার ছোট সেচ খাল ও ৫০ কিলোমিটার বড় সেচখাল পুনঃখনন এবং প্রতি কিলোমিটারে ৪টি করে বিভিন্ন খালের পাড়ে প্রায় দেড় হাজার পানি নির্গমন স্থাপনা নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় ২শটি পাম্প হাউজ ও ৩শটি ওয়াটার পাস নির্মাণ করা হচ্ছে। একই সাথে প্রায় ৪ হাজার ঘন মিটার করে ৩০টি পুকুর পুনঃখননও ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। যেসব পুকুর থেকে বিভিন্ন জমিতে সেচ প্রদানও সম্ভব হবে। একইসাথে প্রকল্পটির আওতায় ২৭০টি এক ও দুই কিউসেক ক্ষমতার ভূগর্ভস্থ সেচনালাও খনন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় ৪০ কিলোমিটার ফসল রক্ষা বাঁধও নির্মিত হচ্ছে। প্রকল্প এলাকায় ফলের বাগানের জন্য ৭৫টি ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেম ও ৪০টি ভূগর্ভস্থ নিষ্কাশন নালা নির্মিত হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্প

এলাকার খালগুরোতে পানি ধরে রাখতে ২০ ৩ ভিন্টের ৩০টি রেগুলেটর'ও নির্মাণ করা হচ্ছে।

বরিশাল অঞ্চলে এ সেচ কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৩শটি ওয়াটার পাস, পাইপ কালভার্ট ও ক্যাটল ক্রসিংও নির্মিত হবে। পাশাপাশি সমাপ্তকৃত প্রকল্পের ১ ও ২ কিউসেক লো লিফট পাম্প-এলএলপি'র ২শটি পাম্প হাউজ নির্মাণ সহ ফলের বাগান সমূহে সাড়ে ৭শ সেট সোলার ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেম নির্মাণ করা হচ্ছে। এমনকি প্রকল্পটির আওতায় পুনঃ খননকৃত খালে কৃষিজ পণ্য ওঠানামার সুবিধার্থে ১৫টি আরসিসি ঘাটলাও নির্মিত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় একইসাথে কৃষিপণ্য ও কৃষি যন্ত্রপাতি পরিবহন ও সংরক্ষণে দেড়শটি অবকাঠামো নির্মিত হবে। সেচ কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্পটির আওতায় ১শটি ব্যাচে বিপুল সংখ্যক কৃষককে প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়া সেচনালা নির্মাণের লক্ষ্যে প্রায় ৩শ সেট এক কিউসিক ও ২ কিউসেক ইউপিভিসি পাইপ সেট সংগ্রহ করে স্থাপন করা হচ্ছে। একইসাথে ২০টি সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহৃত লো লিফট পাম্প সংগ্রহ করে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে। পরবর্তীতে সমাপ্তকৃত প্রকল্পটির সোলার এলএলপি গুলোতে বিদ্যুৎ সুবিধাও নিশ্চিত করা হবে বলে জানা গেছে। ২০২৬-এর ডিসেম্বর নাগাদ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ১৬,৫০৪ হেক্টর জমিতে বাড়তি সেচ সুবিধা নিশ্চিতের মাধ্যমে ৬৬ হাজার ১৪ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হবে বলে আশা করছে বিএডিসি'র দায়িত্বশীল মহল। একইসাথে ফলের বাগানেও সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন ফলের আবাদ ও উৎপাদন বাড়বে বলেও আশাবাদী কৃষিবিদ সহ বিএডিসি।

এ ব্যাপারে প্রকল্প পরিচালক সৈয়দ ওয়াহিদ মুরাদ জানান, আমরা প্রতিটি বিষয়ে সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের চেষ্টা করছি। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কৃষি প্রধান বরিশাল অঞ্চলে এ ক্ষেত্রে অগ্রগতিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

সংকলিত: দৈনিক ইনকিলাব
২৩ ডিসেম্বর ২০২৫

দিনাজপুরের বিরলে আলু বীজ উৎপাদনে আলু রোপণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন

বিরলে কৃষক মতিউর রহমানের জমিতে আলু বীজ উৎপাদনে আলু রোপণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন দিনাজপুর বিএডিসি হিমাগারের উপপরিচালক (আলুবীজ) কৃষিবিদ আবু জাফর মোঃ নেয়ামত উল্লাহ। এ সময় সহকারী পরিচালক মোসাঃ সুলতানা রাজিয়া এবং সহকারী পরিচালক সাহাব উদ্দীন উপস্থিত ছিলেন।

সোমবার দুপুরে বিরলের রসুলশাহাপুর ব্লকের পুরিয়া গ্রামে উপপরিচালক (আলুবীজ) কৃষিবিদ আবু জাফর মোঃ নেয়ামত উল্লাহ জানান, ব্রি ধান-৭৫ উঠার সঙ্গে সঙ্গে এখানে ২টি জাতের আলু বীজ রোপণ করা হচ্ছে। এই জমিতে "এক্সটারিজ" ও "সানতানা" নামে দুটি আলু বীজের জাত রোপণ করা হয়েছে। সানতানা আলুটি নতুন জাত, যা বিএডিসি আলু-৩ নামে পরিচিত। এ জাতের আলুর ডাইমেটার অনেক বেশি, প্রায় ২২ শতাংশ। এটি শিল্পে ব্যবহার করার জন্য উপযোগী।

তিনি আরও জানান, কৃষি একটি প্রযুক্তি নির্ভর ক্ষেত্র। চাষীদের চাষাবাদের জন্য আমরা সবসময় উৎসাহিত করি। এবার আলুর বীজের দাম অনেক কম হওয়ায় আবাদ করতেও খরচ কম হবে। আলুর উৎপাদন বাড়াতে পারলে আমরা রপ্তানি করতে সক্ষম হব। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমরা কৃষকদের ভর্তুকিমূল্যে সার সরবরাহ করি। আমাদের দপ্তর থেকে কৃষকদের আলু চাষে পরামর্শ ও সার্বক্ষণিক সহযোগিতা দেওয়া হয়।

কৃষক মতিউর রহমান জানান, তিনি এই জমিতে বিএডিসি থেকে বীজ আলু উৎপাদন করেন। নভেম্বর মাসে আলু বীজ রোপণের সেরা সময়। তিনি উৎপাদিত আলু বিএডিসিতে বীজ হিসেবে সরবরাহ করেন। দুই-ফসলী জমি থেকে তিন-ফসলী জমিতে রূপান্তরের জন্য মাঝারি থেকে কিছুটা উঁচু জমি বাছাই করা হয়। এখানে ব্রী ধান-৭৫ আবাদ করলে ১১০-১১৫ দিনে ধান উৎপাদিত হয়। ধান উৎপাদনের পর আলু রোপণ করা সম্ভব এবং পরে ইরি-বোরো ধান রোপণ করা যায়। এক একর জমিতে আলু উৎপাদনের মোট খরচ প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা। গতবছর আলুর ক্ষতি হয়েছে, সরকারের ক্রয় চেষ্টার পরও কেনা হয়নি। তিনি বিএডিসির নীতি নির্ধারক কর্মকর্তাদের প্রতি অনুরোধ জানান, আলুর সঠিক মূল্য নির্ধারণে একজন কৃষক প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা করা হোক।

সংকলিত: ডেইলি অবজারভার
১৭ নভেম্বর ২০২৫

চট্টগ্রামে ফসলের মাঠে যাদুর কূপের পানি !

দক্ষিণ চট্টগ্রামের ফসলের মাঠে এখন সেচ দেওয়া হচ্ছে 'যাদুর কূপ'-এর পানি দিয়ে। মাঠের বিভিন্ন স্থানে খনন করা এই কূপ থেকে কোনো ধরনের যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহার ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে উঠছে পানি–যা ড্রেন কিংবা পাইপলাইনের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ফসলের মাঠে। আর এর জন্য কোনো টাকা পরিশোধ করতে হচ্ছে না কৃষককে। পানির জোগান দেওয়া এই কূপগুলোর বৈজ্ঞানিক নাম 'আর্টেসিয়ান ওয়েল'। প্রতিটি কূপ ১২ থেকে ১৩ বিঘা জমিতে সেচের পানির চাহিদা মেটাতে পারছে। চট্টগ্রামের বিভিন্ন মাঠে এই কূপখনন করছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি)।

সংশ্লিষ্টরা জানান, পাহাড়ের পাদদেশ এলাকাগুলোর বৈশিষ্ট্য একটু আলাদা। এখানকার আশপাশে মাটির নিচে শিলা বা কাদামাটির স্তর দ্বারা বেষ্টিত থাকে। পাহাড় থেকে নেমে আসা পানি ওই শিলায় আটকে যায়। এতে ভূগর্ভস্থ কনফাইন্ড একুইফারে শিলা বা পলির স্তরের মধ্যে তীব্র চাপ তৈরি হয়, যা পানির ওপর চাপ প্রয়োগ করে। তখন এটিকে 'আর্টেসিয়ান একুইফার' বা ভূগর্ভস্থ জলাধার বলা হয়। আর্টেসিয়ান ওয়েল হলো এমন একটি কূপ, যার মাধ্যমে কোনো ধরনের পাম্পিং ছাড়াই ভূগর্ভস্থ পানি ভূপৃষ্ঠে উঠে আসে।

বিএডিসি'র চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের ভূউপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন উপজেলায় ৫০০টি আর্টেশিয়ান ওয়েল বাস্তবায়নের টার্গেট রয়েছে। তার মধ্যে ২০০টি কূপ ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন হয়েছে। দুর্গম পাহাড়ি এলাকা যেখানে সেচের পানির কোনো উৎস নেই এবং পানির অভাবে শুষ্ক মৌসুমে কোনো ফসল আবাদ করা সম্ভব হয় না, সেসব এলাকায় আশার আলো দেখাচ্ছে এটি।

মিরসরাইয়ের করেরহাট ইউনিয়নের পাহাড়ি এলাকা কয়লা গ্রামে যেখানে শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানির দুষ্প্রাপ্যতার কারণে কোনো ফসল আবাদ করা সম্ভব হতো না, সেখানে কৃষকের স্বপ্ন দেখাচ্ছে এই আর্টেশিয়ান ওয়েল। এ কূপের পানিতে এখানকার অন্যতম অর্থকরী ফসল লেবু, পেয়ারা, মাল্টা ও ড্রাগনের ফলন বাড়ছে। শুষ্ক মৌসুমে ফসল আবাদের পাশাপাশি সারা বছর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুপেয় পানির চাহিদাও পূরণ করছে।

একইভাবে রাউজানের বিনাজুরী ইউনিয়নের লেলেংগারা ও রাউজান পৌরসভার সুলতানপুর মৌজায় শুকনো মৌসুমে বহু কৃষকের সেচের চাহিদা পূরণ হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় এই কূপে। কৃষকদের মধ্যে যা ইতোমধ্যে যাদুর কূপের পানি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

এ এলাকার কৃষক মামুন মিয়া জানান, শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানির জন্য কৃষক হাহাকার করত। ফসলের মাঠ ফেটে চৌচির হয়ে যেত। একটু সামর্থ্যবানরা গভীর নলকূপ বসিয়ে পানির জোগান পেলেও দরিদ্র কৃষকদের জমি থাকত অনাবাদি। কিন্তু সে পরিস্থিতি এখন আর নেই। যার কূপের পানিতে কৃষকের মাঠ ভরে উঠছে ফসলে।

প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত আর্টেশিয়ান নলকূপ

ফটিকছড়ি উপজেলার নারায়ণহাট ইউনিয়নের ইদিলর, ভুজপুর ইউনিয়নের সিংহরিয়া, বক্তপুর ইউনিয়নের মাঠের বড় অংশটিই আবাদ হচ্ছে আর্টেসিয়ান ওয়েলের পানিতে। ধান, সবজি ও মিশ্র ফল ফলছে এখানে।

হাটহাজারীর দুর্গম ফরহাদাবাদে পাহাড়ের পাদদেশের মাঠ কৃষকের সেচবন্ধু হয়ে উঠেছে যাদুর কূপ। লোহাগাড়ার বড়হাতিয়া, চুনতি ও আবুনগর; সাতকানিয়ার কাঞ্চনা, এউচিয়া, চরতি, মাদার্শা, বাজালিয়া ও পুরানগড়; বাঁশখালীর পুইছড়ি, সাধনপুর, চাম্বল ও কালীপুর এবং চন্দনাইশের এলাহাবাদ, কাঞ্চনা, ধোপাছড়ি ও দোহাজারীর বিভিন্ন এলাকায় এর মাধ্যমে এখন চাষাবাদ হচ্ছে।

লোহাগাড়ার বড়হাতিয়া এলাকার কৃষক মোজাফফর আহমেদ জানান, কয়েকশ একর আয়তনের মাঠে যাদুর কূপ আছে মাত্র তিনটি, যা দিয়ে পাঁচ বিঘা জমিও চাষ করা যাচ্ছে না। বাকি জমি এখনো ডিপ টিউবওয়েলের সেচের ওপর নির্ভরশীল। এ এলাকায় যাদুর কূপের সংখ্যা বাড়ালে কৃষক লাভবান হতো। একই কথা জানান সাতকানিয়ার কাঞ্চনা এলাকার কৃষক সেলিম উল্লাহ, আনসার হোসেন, চন্দনাইশের নুর ইসলাম ও কবিরুল ইসলামসহ অনেকে।

আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র চট্টগ্রামের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হারুণ অর রশিদ জানান, ভূগর্ভস্থ পানি কম ব্যবহার করে নদী ও পাহাড়ি ছড়ার পানি কৃষিকাজে ব্যবহার করতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। সম্প্রতি চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় এই উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এতে কৃষিতে ব্যাপক বিপ্লব হওয়ার সুযোগ রয়েছে। পাহাড়ের পাদদেশে সহজ সোর্সে পানির জোগান আসায় কাজুবাদাম, কফি, থাই পেয়ারাসহ বিভিন্ন অর্থকরী ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

বিএডিসি জানায়, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে জেলা দুটির বিভিন্ন উপজেলায় ৫০০টি আর্টেসিয়ান ওয়েল স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় এক হাজার হেক্টর অনাবাদি জমি সেচের আওতায় আসবে। কিন্তু এ কূপের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়।

প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী মো. নুরুল ইসলাম জানান, পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় এখানকার কৃষক পরিকল্পিত কৃষিকাজে অনেকটা পিছিয়ে ছিল। কৃষকের আগ্রহ না থাকায় সরকারও ইতঃপূর্বে বড় কোনো প্রকল্প গ্রহণ করেনি। বৃহত্তর চট্টগ্রামের কৃষি উন্নয়নে এটিই প্রথম প্রকল্প, যা কৃষকের মধ্যে বড় ধরনের সাড়া ফেলেছে। তবে ২৫টি উপজেলার অন্তত ১০ হাজার আর্টেশিয়ান ওয়েল স্থানের সুযোগ ও চাহিদা রয়েছে। পর্যায়ক্রমে এটি বাড়ানো গেলে বৃহত্তর চট্টগ্রামে কৃষিতে বিপ্লব ঘটবে।

সংকলিত : দৈনিক আমার দেশ
২ নভেম্বর ২০২৫

মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষি

মাঘ মাস

বোরো ধান:

বোরো ধান রোপনের ভরা মৌসুম এখন। অতিরিক্ত শীতে বোরো ধানের চারায় কোল্ড ইনজুরি হতে পারে এবং চারার বাড়-বাড়ন্ত কমে যেতে পারে। সকাল বেলা ভূগর্ভস্থ পানি দিয়ে ফ্লাড ইরিগেশন দিলে কোল্ড ইনজুরি হতে কিছুটা রেহাই পাওয়া যায়। ভালভাবে জমি কাদা করে ৩৫-৪০ দিন বয়সের চারা সারি করে রোপণ করতে হবে। সারি থেকে সারি ২৫-৩০ সে.মি. এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫-২০ সে.মি.। উর্বর জমিতে পাতলা করে এবং কম উর্বর জমিতে ঘন করে চারা লাগাতে হবে। উত্তমরূপে জমি তৈরি করে শেষ চাষের সময় একর প্রতি ৫৫ কেজি টিএসপি, ৩০ কেজি এমওপি, ২৫ কেজি জিপসাম ও ৫ কেজি জিঙ্ক সার প্রয়োগ করতে হবে। বোরো মৌসুমে ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান২৯, ব্রি ধান৪৫, ব্রি ধান৪৭ ইত্যাদি জাতের ধান আবাদ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। এ মাসের মাঝামাঝি দিকে পৌষ মাসে লাগানো বোরো ধানে ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার এক সাথে প্রয়োগ করলে সারের অপচয় হয় এবং কার্যকারিতা কমে যায়। এ জন্য ২/৩ কিস্তিতে ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করতে হয়। সার প্রয়োগের পূর্বে জমিতে খুব বেশি পানি থাকলে তা বের করে দিতে হবে। জমিতে সার প্রয়োগ করে মাটিতে নিড়ানী দিয়ে ভাল ভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

গম:

গম ফসলের এখন বাড়ন্ত অবস্থা। গমের জমিতে প্রয়োজন বোধে সেচ ও আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। আগাম লাগানো গমে কাইচ থোড় আসা শুরু হবে। গমের জমিতে সুপারিশ মত ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।

আলু:

আলুর জমিতে এসময়ে সার প্রয়োগ করতে হবে। মাটির উর্বরতার প্রকৃতি অনুসারে একরে ১১০ কেজি ইউরিয়া, ৯০ কেজি টিএসপি ও ১৩০ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। আলু গাছের গোড়া উঁচু করে দিতে হবে। প্রয়োজনমত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। আলুর জন্য কুয়াশাচ্ছান্ন আবহাওয়া খুবই ক্ষতিকর। কুয়াশাচ্ছান্ন আবহাওয়া আলুর নাবী ধ্বসা রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য আগাম ব্যবস্থা হিসাবে কৃষিকর্মীর সুপারিশ অনুযায়ী নিয়মিত ছত্রাক নাশক স্প্রে করতে হবে।

শাক-সবজি:

শীতকালীন শাকসবজির যত্ন নিতে হবে। টমেটো ও বেগুণ গাছের নীচের দিকের ডাল-পালা ছেঁটে ফেলতে হবে। খুব বেশী হলে পাতলা করে দিতে হবে। প্রয়োজনে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং সেচ দিতে হবে। লাউ এবং মিষ্টি কুমড়ার ফলন বাড়ানোর জন্য কৃত্রিম পরাগায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

ফাল্গুন মাস

বোরো ধানের ক্ষেত্রে ইউরিয়া সারের ২য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। বোরো ধানে প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। বোরো ধান রোপন এ মাসের ১ম পক্ষের মধ্যে শেষ করতে হবে। ফাল্গুন মাসে বোরো ধান লাগালে তুলনামূলক কম জীবনকাল বিশিষ্ট জাত (ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান৪৫) নির্বাচন করতে হবে।

এ মাস বোরো ধানে থ্রিপস, মাজরা পোকা, বাদামী গাছ ফড়িং, পাতা মোড়ানো পোকাসহ বিভিন্ন পোকা আক্রমণ করতে পারে। অনুমোদিত কীটনাশক পরিমাণমত স্প্রে করে পোকা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। আবহাওয়া মেঘাচ্ছান্ন ও কুয়াশাচ্ছান্ন থাকলে আলুর মড়ক দেখা দিতে পারে বিধায় ১৫ দিন পর পর ডাইথেন-এম ৪৫ বা অন্য কোন অনুমোদিত কীটনাশক নিয়ম মাফিক প্রয়োজনমত স্প্রে করতে হবে।

আগাম লাগানো পেঁয়াজ, আদা, হলুদ তুলে ফেলতে হবে। আগাম লাগানো তরমুজ, ফুটি, মিষ্টি আলু, শশার আগাছা পরিষ্কার ও প্রয়োজনমত সেচ দিতে হবে। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে আগাম গ্রীষ্মকালীন সবজির চাষ শুরু করা যায়।

এমাসের শেষের দিক হতে পাট বোনা শুরু করা যেতে পারে। জমি উত্তমরূপে তৈরি করে জমিতে জো অবস্থায় বীজ বপণ করতে হবে।

পলিশেড প্রকল্পের মাধ্যমে পলিশেডে উৎপাদিত নিরাপদ সবজি ক্যাপসিকাম

পলিশেড প্রকল্পের মাধ্যমেপলিশেডে উৎপাদিত নিরাপদ সবজি চেরি টমেটো

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

বীজ ও উদ্যান উইং এর বাজেট ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগীকরণ বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপবিষ্ট বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রশাসন ও অর্থ উইংয়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করছেন বিএডিসি'র নবযোগদানকৃত সচিব জনাব আবু জাফর রাশেদ

হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে আয়োজিত বিএডিসি'র ওয়েব বেইজ প্রকল্পের সাইন্টিফিক ওয়ার্কশপ ২০২৫ এ মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য রাখছেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ড. খান ফয়সল আহমদ

এএসসি ও উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের চলমান কার্যক্রম, বিদ্যামান সমস্যা ও প্রতিকার ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা শীর্ষক কর্মশালায় যুগ্মপরিচালক (উদ্যান) কাশিমপুর ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলমকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে বিএডিসি'র পক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সংস্থার সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মজিবর রহমান

মহান বিজয় দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবনে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বিএডিসি'র কর্মকর্তাকর্মচারী স্মৃতিফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মোনাজাত করছেন সংস্থার বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ

বিএডিসি'র পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ (পানাসি) প্রকল্পের আওতায় পুনঃখননকৃত খাল

বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশন এর আয়োজনে-আলু উৎসব-২০২৫ এ বিএডিসি স্থাপিত স্টল

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ইমেল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন, ১১২/২ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।